হাত তুলে দু'আর শারয়ী বিধান

-:লেখক:-

মুফতী আমজাদ হুসাইন সিমনানী

-:প্রেসিডেন্ট:-

আল জামিয়াতুস সুন্নিয়াতুল আশরাফীয়া

-:প্রকাশনায়:-

সুন্নি মিশন

দালানবাড়ি {বারইডাঙ্গা} কালিকামোড়া,
কুশমন্ডি, দক্ষিন দিনাজপুর, পশ্চিম বঙ্গ
হেল্প লাইন:-৯৭৩৩৪০৪৯০২/৯৬৪৭৭৩১১৯৬

হাত তুলে দু'আর শারয়ী বিধান

-: লেখকের কলমে অন্যান্য পুস্তক সমূহ :-

১:- জ্ঞান ভান্ডার নাবী মুস্তাফা আলাইহিস সালাত ওয়াস সালাম।
২:- ফরজ নামাজের পর দু'আ ও হাত তুলে প্রার্থনার প্রমাণ।
৩:- আকাঈদে আহ্‌লে সুন্নাত-এর সত্যতা।
৪:- তোহফায়ে রামজান।
৫:- ঈসালে সাওয়াবে-এর অকাট্য প্রমাণ।
৬:- হানাফী মাযহাব সিহাহে সিত্তার আলোকে।
৭:- তাহকীক ও তাখরীজ-প্রশ্ন উত্তরে আক্বাঈদ ও মাসাঈল শিক্ষা।
৮:- বিশ রাকাত তারাবীহ ও দুই হাতে মুসাফাহ্‌ ।
৯:- মুহাক্কাকানা ফায়স্বালা বা অটুট সিদ্ধান্ত।
১০:- হাত তুলে দু'আর শারয়ী বিধান।
১১:- শিরক ও বিদ্‌আতের বিনাশক আলা-হাযরাত।
১২:- আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার ফযীলত সমূহ।
১৩:- কুর-আনি জ্ঞান।
১৪:- ইমামের পিছনে ক্বেরাত ও রাফাউল-ইয়াদাইন এর সঠিক বিধান।

-:প্রকাশনায়:-

সুন্নি মিশন

দালানবাড়ি {বারইডাঙ্গা} কালিকামোড়া,
কুশমন্ডি, দক্ষিন দিনাজপুর, পশ্চিম বঙ্গ
হেল্প লাইন:-৯৭৩৩৪০৪৯০২/৯৬৪৭৭৩১১৯৬

بسم الله الرحمٰن الرحيم

হাত তুলে দু'আর শারয়ী বিধান

-: লেখক :-

মুফতী আমজাদ হুসাইন সিমনানী আশরাফী

প্রেসিডেন্ট :- সুন্নি মিশন, দালানবাড়ী, কুশমুন্ডি, দঃ দিনাজপুর

-: প্রকাশনায় :-

সুন্নি মিশন

দালানবাড়ি, কালিকামোড়া

কুশমন্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর

9733404902 / 9647731169

পুস্তকের নাম :- হাত তুলে দু'আর শারয়ী বিধান

Hath Tule Duar Sharyi Bidhan

লেখক :-মুফতী আমজাদ হুসাইন সিমনানী আশরাফী

গ্রাম- বারইডাঙ্গা, পোঃ- কালিকামোড়া, থানা- কুশমুন্ডি, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিম বাংলা, ভারত।

E-mail :- amjadsimnani@gmail.com

প্রকাশ কাল :- মুহার্রামূল হারাম 2019

প্রকাশ সংখ্যা :- 2100

হাদীয়া :- 50

প্রুফ নিরীক্ষণে :- ১. মুফতী সাইয়্যেদ যুলফিকার বারকাতী রেজবী

২. মৌলানা জাফর হুসাইন কালিমী, কুশমন্ডি

কম্পোজ **&** ***সেটিং*** :- খাইরুল হাসান আসরাফ রেজবী

আশরাফী কালিমী রেজবী হাবেলী, জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ

9775195662 / 7001258669

E-mail :- khairulhasanasraf@gmail.com

পরিবেশনায়

মুসলিম বুক ডিপো

কালিয়াচক, মালদা

9733288906 / 9647818987

হাত তুলে দু'আ ও মুনাজাতের অকাট্য প্রমাণ সমূহ

প্রিয় পাঠক ! বর্তমান এই ফেতনাবহুল পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'লার নিকট দু'আ করার সময় হাত তুলা বিষয়টি খুব বিতর্কিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন যে, যদিও অধিকাংশ মানুষ দু'আর সময় হাত তুলাকে সুন্নাত মনে করে থাকেন তথাপি কিছু সংখ্যক মানুষ এমনও রয়েছে যারা হাত উত্তোলন করে দু'আ করারকে বিদআতের অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টায় লেগে আছে।

যেনে রাখা জরুরী যে, নবী করীম আলাইহিস সালামের সুন্নাত সমূহের অনুসরণ ও অনুকরণ করাটাই হল ইহলৌকিক ও পরলৌকিক কল্যাণ প্রাপ্তির একমাত্র পথ। নবী করীম আলাইহিস সালামের হাদিস সমূহের পর্যালোচনা দ্বারা স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'লার নিকট দু'আ করার সময় হাত উত্তোলন করা হল, নবী করীম আলাইহিস সালাম ও সাহাবায়ে কেরামগণের সুন্নাত এবং দু'আ কবুল হওয়ার সর্বত্তম পদ্ধতি।

হাত তুলে দু'আ প্রসঙ্গে কিছু হাদিস নিম্নে প্রদত্ত হল-

عَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ اَلسَّكُوْنِيِّ ثُمَّ العَوْفِي اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهَ فَاسْأَلُوْهُ بِبُطُوْنِ اَكُفِّكُمْ وَ لَا تَسْأَلُوْهُ بِظُهُوْرِهَا

অর্থাৎ :- হযরত মালিক বিন ইয়াসির আস-সাকুনী আল-আওফী রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। নিশ্চয় নবী করীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, তোমরা আল্লাহ তা'লার নিকট দু'আ করার সময় হাতের তালুকে সম্মুখে রেখে দু'আ করবে, হাতের পৃষ্ঠ দিয়ে নয়। (জামেউস সাগিরে হাদিসটি সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।)

{আবু দাউদ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং ২১৬,, মিশকাত প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৯৫,, মুসনাদুস শামিয়ীন হাদিস নং ১৬৩৯,, জামেয় সাগির হাদিস নং ৬৫৮}

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ سَلُوْا اللّٰهَ بِبُطُوْنِ اَكُفِّكُمْ وَ لَا تَسْأَلُوْهُ بِظُهُوْرِهَا فَاِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوْا بِهَا وُجُوْهَكُمْ

অর্থাৎ :- হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিম সালাম ইরশাদ করেন, তোমরা আল্লাহর নিকট দু'আ করো নিজ হাতের তালুর দিক থেকে। উল্টো হাতে দু'আ করনা। অতঃপর দু'আর শেষে তোমাদের হাতের তালু দিয়ে নিজের চেহারা মুছে নাও।

* ইমাম সুয়ূতী জামেয় সাগীর -এ হাদিসটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

{মিশকাত ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৯৫,, আবু দাউদ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ২১৬,, মুসনাদুল ফিরদৌস হাদিস নং ৩৩৮৩,, সুনান কুবরা বাইহাকী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ২১২,, জামেয় সাগীর হাদিস নং ৪৬৯০}

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا دَعَوْتَ اللّٰهَ فَادْعُ بِبَاطِنِ كَفَّيْكَ وَ لَا تَدْعُ بِظُهُوْرِهِمَا فَاِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ

অর্থাৎ :- হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, তুমি যখন আল্লাহ তা'লার নিকট দু'আ করবে, তখন তোমার দু'হাতের তালু উপর দিকে রেখে দু'আ করবে, দু'হাতের পিঠ উপর দিকে রেখে দু'আ করবে না। তুমি দু'আ শেষ করে হাতের তালুদ্বয় তোমার মুখমন্ডলে বুলিয়ে নেবে।

* জামেয় সাগীর -এ হাদিসটি হাসান সুত্রে বর্ণিত হয়েছে।
{ইবনে মাজা ২য় খন্ড, হাদিস নং ৩৯৯৯,, জামেয় সাগীর হাদিস নং ৬০২}

عَنْ نَفِيْعِ بْنِ الْحَارِثِ الثَقَفِى اَبِى بَكْرَةَ ..... سَلُوْا اللّٰهَ بِبُطُوْنِ اَكُفِّكُمْ وَ لَا تَسْئَلُوْهُ بِظُهُوْرِهَا

অর্থাৎ :- হযরত নাফীয় বিন হারিস সাক্বাফী রাদীআল্লাহু আনহু হতে উক্ত হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে এই ভাবে,
"তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করো নিজ হাতের তালুর দিক দিয়ে আর উল্টো হাতে দু'আ করনা।

*মাজমাউজ জাওয়াইদ-এ হাদিসটি মজবুত সনদ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে।
{মাজমাউজ জাওয়াইদ ১০ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৭২,, তারিখে ইসবাহান ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৯৫}

প্রিয় পাঠক ! উপরোক্ত চারটি সহীহ হাদিস দ্বারা স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম নিজ উম্মতিদেরকে আল্লাহ তা'আলা নিকট দু'আ করার সময় হাত তুলার নির্দেশ দিয়েছেন। আর তিনি শুধু উম্মতিকেই হাত তুলে দু'আর নির্দেশ দেননি বরং তিনি নিজে যখন দু'আ করতেন তখন হাত তুলেই দু'আ করতেন যা নিম্নে প্রদত্ত হাদিস সমূহ হতে প্রমাণিত।

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلِيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ اِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهٗ بِيَدَيْهِ

অর্থাৎ :- হযরত সাঈব ইবনে ইয়াযিদ রাদীআল্লাহু আনহু নিজ পিতার সূত্রে বর্ণিত। নিশ্চয় নবী করীম আলাইহিস সালাম যখন দু'আ করতেন নিজের উভয় হাত উত্তোলন করতেন। দু'আর শেষে হাত দ্বয় চেহারা মোবারকে বুলিয়ে নিতেন। হাদিসটি হাসান।

{আবু দাউদ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ২১৬ হাদিস ১৪৯৪,, নাসবুব রাইয়া ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ৫৭,, জামেয় সাগির হাদিস নং ৬৬৬৭,, মুসনাদ আহমাদ হাদিস নং ১৭৯৪৩}

قَالَ اَبُوْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىْ دَعَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَ رَأَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ

অর্থাৎ :- হযরত আবু মুসা আশয়ারী রাদীআল্লাহু আনহু বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম দু'খানা হাত এতটুকু উঠিয়ে দু'আ করেন যে, আমি তাঁর বগলের ফর্সা রং দেখতে পেয়েছি। হাদিসটি সহীহ।
{বুখারী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ৯৩৮}

قَالَ اِبْنُ عُمَرَ رَفَعَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَدَيْهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَبْرَأُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ

অর্থাৎ :- হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর রাদীআল্লাহু আনহু বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম দু'খানা হাত তুলে দু'আ করেছেন, হে আল্লাহ ! খালিদ যা করেছে আমি তা থেকে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছি।
{বুখারী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ৯৩৮,, সহীহ ইবনে হাব্বান হাদিস নং ৪৭৪৯,, নাসাঈ শরীফ হাদিস নং ৫৪২২}

عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رَأَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ

অর্থাৎ :- হযরত আনাস রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। নবী করীম আলাইহিস সালাম দু'খানা হাত এতটুক তুলে দু'আ করেছেন যে, আমি তার বগলের শুভ্রতা দেখতে পেয়েছি।
{বুখারী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ৯৩৮}

عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ

فِىْ الدُّعَاءِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ

অর্থাৎ :- হযরত আনাস রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম দু'আ করার সময় এতটুকু হাত তুলতেন যে, তাঁর বগলের ফর্সা রং দেখা যেত।

{মিশকাত ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৯৪,, সহীহ ইবনে হাব্বান হাদিস নং ৮৭৭,, মুসলিম শরীফ হাদিস নং ২১১১}

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ دَعَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ اَبِى عَامِرٍ

অর্থাৎ :- হযরত আবু মুসা রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম একদা পানি আনিয়ে ওযু করলেন। তারপর উভয় হাত তুলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ ! তুমি উবায়দ আবু আমর কে মাফ করে দাও।

{বুখারী শরীফ ২য় খন্ড হাদিস নং ৬৩৮৩,, মুসলিম হাদিস নং ৬৫৬২}

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِىْ الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتّٰى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهٗ (قال ابو عيسى هذا حديث صحيح غريب)

অর্থাৎ :- হযরত উমর বিন খাত্তাব রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করার সময় যখন তাঁর উভয় হাত উত্তোলন করতেন, তিনি তা দিয়ে তাঁর মুখমন্ডল বুলায়ন না করা পর্যন্ত নামাতেন না। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদিসটি সহীহ।

{তিরমিযী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৭৪ হাদিস নং ৩৭১৪,, তাবরানী আওসাত হাদিস নং ৮০৫৩,, আল আহকামুস সুগরা হাদিস নং ৮৯৯}

عَنْ اَبِىْ بُرْزَةَ الْاَسْلَمِى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِىْ الدُّعَاءِ حَتّٰى رُئِىَ بَيَاضُ اِبْطَيْهِ

অর্থাৎ :- হযরত আবু বুরযাহ আসলামী রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় নবী কারীম আলাইহিস সালাম দু'আ করার সময় হাত উত্তোলন করতেন ফলে তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যেত।

{মাজমাউজ জাওয়াইদ ১০ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৮১}

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ تعلة ابى مَسْعُوْدٍ..... فَرَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رُؤِىَ بَيَاضُ اِبْطَيْهِ يَدْعُوْ لِعُثْمَانَ دُعَاءَ مَا سَمِعْتُهُ دَعَا لِاَحَدٍ قَبْلَهٗ

অর্থাৎ :- হযরত ইকরা বিন আমর বিন সালেবা রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। (তিনি একটি যুদ্ধের বর্ণনায় বলেন) অতঃপর আমি দেখলাম, নবী করীম আলাইহিস সালাম নিজের হাত দ্বয় এতটা তুললেন যে, তাঁর বগলের ফর্সা রং দেখা গেল। তিনি হযরত উসমান -এর জন্য এমন ভাবে দু'আ করলেন যে, আমি পূর্বে কারো জন্য অনুরূপ দু'আ করতে তাকে শুনেনি।

{মাজমাউজ জাওয়াইন ৭ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ৯৮,, খাসাইসে কুবরা ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ১০৫}

* উল্লেখিত হাদিসটি মাজমাউজ জাওয়াইন-এ হাসান সনদে ও খাসাইসে কুবরায় সহিহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা :- প্রিয় মুসলিম সমাজ ! উপরোল্লিখিত হাদিস সমূহ ব্যতীত আরও অসংখ্য হাদিস দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, নবীয়ে আকরম আলাইহিস সালাম সুধু উম্মতিকে দু'আর সময় হাত তুলার আদেশ দেননি বরং তিনি নিজেই যখন দুআ প্রর্থনা করতেন তখন হাত

তুলেই করতেন। কারণ নবী কারীম আলাইহিস সালামের অন্যান্য বার্তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার নিকট হাত তুলে দু'আ করে তাহলে আল্লাহ্ তাআলা সেই উত্তোলিত হাতের দু'আকে অবশ্যই গ্রহণ করে থাকেন এবং তা কবুল না করে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। যেমন --

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ رَبَّكُمْ حَىٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحِىْ مِنْ عِبْدِهٖ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ اِلَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا

অর্থাৎ :- সালমান ফারসী রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবীয়ে আকরাম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক চিরঞ্জীব ও মহান দাতা। যখন কোন বান্দা দু'হাত তুলে তাঁর নিকট দু'আ করে তিনি তা খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। * হাদিসটি সহিহ্।

{আবু দাউদ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং ২১৬,, মিশকাত প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৯৪,, সহিহ ইবনে হাব্বান হাদিস নং ৮৭৬}

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارَسِى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَىٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحِىْ اِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ اِلَيْهِ يَدَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ (قال ابو عيسى هذا حديث حسن)

অর্থাৎ :- হযরত সালমান রাদীআল্লাহু আনহু নবী কারীম আলাইহিস সালাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা চিরঞ্জিব দয়াশীল যখন কোন ব্যক্তি তাঁর দরবারে নিজের দু'হাত তুলে দু'আ করে তখন তিনি তাঁর হাত দু'খানা শূন্য ও বঞ্চিত ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।

* ইমাম তিরমিযী বলেন হাদিসটি হাসান সুত্রে বর্ণিত এবং অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে হাদিসটি সহিহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

{তিরমিযী ২য় খন্ড, হাদিস ৩৯০৪,, ইবনে মাজাহ্ ২য় খন্ড, হাদিস ৩৯৯৮,, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ৩৯০,, জামেয় সাগীর লি সুয়ুতী হাদিস ১৮২৪}

অন্য এক হাদিসে রয়েছে,

اِنَّ رَبَّكُمْ حَىٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحِىْ مِنْ عِبْدِ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ اِلَيْهِ يَدْعُوْهُ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا لَيْسَ فِيْهِمَا شَىٌّ اَوْ حَتّٰى يَضَعَ فِيْهِمَا خَيْرًا

অর্থাৎ :- নিশ্চয় তোমাদের রব জীবিত মহান দাতা, যখন কোন বান্দা তার নিকট নিজের দু'খানা হাত তুলে দু'আ করে তিনি সেই দুখানা হাতে কিছু প্রদান না করে অথবা হাত দ্বয়ে খাইর প্রদান না করে খালি ফেরত দিতে লজ্জাবোধ করেন।

* হাদিসটি "শারহুস সুন্নাহ্" গ্রন্থে ইমাম বাগবী হাসান সনদে ও "আল আরশ" গ্রন্থে ইমাম জাহবী সহিহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন।

{শারহুস সুন্নাহ্, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৫৯,, আল আরশ লি জাহবী, পৃষ্ঠা নং ৫৯,, আল মুজামুল আওসাত, হাদিস ৪৫৯১,, মুসনাদ আবী ইয়ালা, হাদিস ১৮৬৭,, আল-আমালী হালবীয়া, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২৬,, মুসতাদরাক, হাদিস ১৮৮৪}

প্রিয় পাঠক! সংকলিত সমস্ত হাদিস সমূহের আলোকে এটা স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হল যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ করার সময় হাত উত্তোলন করার আদেশ দিয়েছেন আর তিনি কোনো দু'আকে হাত তুলার জন্য নির্দিষ্ট করে দেননি। বরং স্বাধীন ভাবে আমাদেরকে দু'আয় হাত তুলার নির্দেশ দিয়েছেন। এবং বলেছেন, যে দু'আয় বান্দা হাত উত্তোলন করে সেই দু'আ আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই কবুল করেন। যদি হাত উত্তোলন করা কোনো দু'আর জন্য নির্দিষ্ট হত তাহলে "যখন কোন ব্যক্তি হাত তুলে আল্লাহ্র নিকট দু'আ করে তিনি সেই হাতকে খালি ফেরত দিতে লজ্জাবোধ করেন" এবং "তোমরা আল্লাহ্র নিকট দু'আ করো নিজ হাতের তালুর দিক থেকে" বাক্যগুলি স্বাধীনভাবে হাদিস শরীফে বর্ণিত হত না। বরং সেই সমস্ত স্থানগুলি উল্লেখ হত যেখানে হাত তুলা

শরিয়াতের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট। উল্লেখিত বাক্যসমূহ হতে স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় যে, সংকলিত হাদিস সমূহ দ্বারা হাত তুলাকে কোন দু'আর সঙ্গে নির্দিষ্ট করা নবী করীম আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্য ছিল না, বরং উল্লেখিত বাক্যগুলি থেকে নবী করীম আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্য ছিল নিজ উম্মাতকে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ কবুল হওয়ার নিয়ম-পদ্ধতি শিখানো। আর এই ব্যাখ্যাই বুঝেছেন নবী করীম আলাইহিস সালাত ওয়া সালামের অনুগত্যকারী ও সহযোগী সাহাবায়ে কেরামগণও। তাই যোগ্য বিজ্ঞ মুজতাহিদ, ফাকীহ্ ও বাহরুল উলুম সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদীআল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন-

اَلْمَسْئَلَةُ اَنْ تَرْفَعَ يَدَيْکَ حَذْوَ مَنْکِبَيْکَ اَوْ نَحْوَهُمَا

অর্থাৎ- (আল্লাহর নিকট) দু'আ করার পদ্ধতি হল, নিজ হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলে দু'আ করা।

* হাদিসটি বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে সহিহ্ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

{আবু দাউদ, ১ম খন্ড, ২১৬ নং পৃষ্ঠা, হাদিস ১৪৯১,, আদদাওয়াতিল কাবির বাইহাকী, হাদিস ৩১৩,, তাখরীয মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদিস ২১৯৬,, সহিহুল জামেয়, হাদিস ৬৬৯৪ }

উক্ত হাদিস শরীফে মুফাসসিরে আযাম আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদীআল্লাহু আনহু স্পষ্ট ভাবে দু'আর পদ্ধতির মধ্যে হাত তুলাকে উল্লেখ করেছেন। নবী করীম আলাইহিস সালাম যে সমস্ত স্থানে হাত তুলে দু'আ করেছেন শুধু সেই সমস্ত স্থানে হাত তুলা যদি বৈধ্য হত তাহলে তিনি কখনই স্বাধীনভাবে হাত তুলাকে দু'আ করার পদ্ধতির অন্তর্ভূক্ত করতেন না। আর যখন উপরোক্ত অকাট্য দলীল দ্বারা হাত তুলা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ করার পদ্ধতি প্রমাণিত হল তখন কোন দু'আয় হাত উত্তোলন করা ততক্ষন পর্যন্ত বৈধ, মুস্তাহাব, শরিয়ত সম্মত ও দু'আ মাকবুলিয়াতের কারণ হয়েই থাকবে যতক্ষন পর্যন্ত না কোন নির্দিষ্ট দু'আয় হাত উত্তোলন করা অকাট্য দলীল দ্বারা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়েছে।

অর্থাৎ ! যে সমস্ত স্থানে দু'আ করার সময় হাত তুলা অকাট্য দলীল দ্বারা নিষিদ্ধ প্রমাণিত শুধু সেই সমস্ত স্থানে হাত তুলে দু'আ করা নিষিদ্ধ

হবে। যেমন নামাযের মধ্যে সালাম ফিরানোর পূর্বে দুআয় হাত তুলা নিষেধ প্রমাণিত, সুতরাং সেখানে হাত তুলে দু'আ করা যাবে না, অথবা বৈধ হবে না। আর যে সমস্ত স্থানে হাত তুলে দু'আ করা নিষিদ্ধ প্রমাণিত নয় সেখানে হাত তুলে দু'আ করা উপরোক্ত হাদিস সমূহের আলোকে বৈধ প্রমাণিত হবে। যেমন নামাযে সালাম ফিরানোর পর, জানাযার নামাযের পর, দাফনের পরে ইত্যাদি স্থান সমূহে হাত তুলে দু'আ করার নিষিদ্ধতা শরিয়তে প্রমাণিত নয়। সুতরাং উল্লেখিত স্থান সমূহে কেউ যদি হাত তুলে দু'আ করতে নিষেধ করে তাহলে এটা তার অজ্ঞতা, মুর্খামি ও নবী করীম আলাইহিস সালাম ও সাহাবায়ে কেরামের বিরোধীতা করা প্রমাণিত হবে।

হাত তুলে দু'আ সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন ও তার সমাধান

প্রশ্ন :- বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ شَيٍّ مِنْ دُعَائِهِ اِلَّا فِيْ الْاِسْتِسْقَاءِ

অর্থাৎ :- হযরত আনাস রাদীআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম ইস্তিসকা (বৃষ্টি বর্ষণের জন্য দু'আ) ব্যতীত অন্য কোন দু'আয় হাত উত্তোলন করতেন না।
{বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, ১৪০ নং পৃষ্ঠা, হাদিস ১০৩১,, মুসলিম শরীফ, ১ম খন্ড, হাদিস ২১১৩,, আবু দাউদ, ১ম খন্ড, হাদিস ১১৭২}

উপরোক্ত হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম ইস্তিসকা ব্যতীত অন্য কোথাও হাত তুলে দু'আ করতেন না।

উত্তর :- উপরোক্ত হাদিস -এর মুহাদ্দেসীন ও মুহাক্কেকীনগণ কয়েকটি ব্যাখ্যা করেছেন।

১) হয়তো হযরত আনাস রাদীআল্লাহু আনহু নবী পাক আলাইহিস সালামকে অন্য কোথাও হাত তুলে দু'আ করতে পত্যক্ষ করেন নি, তাই তিনি উক্ত মন্তব্যটি করেছেন। কিন্তু তিনার না দেখার ফলে সমস্ত সাহাবা কেরামগণের না দেখা অথবা নবী করীম আলাইহিস সালামের অন্য কোথাও হাত তুলে দু'আ না করা কখনও প্রমাণিত হবে না।

২) হযরত আনাস রাদীআল্লাহু আনহুর উক্ত মন্তব্যের উদ্দেশ্য হল, নবী করীম আলাইহিস সালাম যতটা হাত উঁচু করে ইস্তিসকায় দু'আ করতেন ততটা অন্যান্য দুআয় হাত উঁচু করতেন না। সুতরাং উল্লেখিত হাদিস ও হযরত আনাস রাদীআল্লাহু আনহুর মন্তব্য দ্বারা ইস্কিসকা ব্যতীত অন্যান্য স্থান সমূহে হাত তুলে দুআ করা নিষিদ্ধ কোন মতেই প্রমাণিত হবে না।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা দুটির দলীল নিম্নে প্রদত্ত হল-

১) বোখারী শরীফ, ১ম খন্ড, ১৪০ নং পৃষ্ঠা -এর টিকা নং ৪ -এ উল্লেখ করা হয়েছে-

قَالَ النَّوَوِىْ هَذَا الْحَدِيْثُ ظَاهِرُهُ يُوْهِمُ اَنَّهُ لَا يَرْفَعُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَدَهُ اِلَّا فِيْ الْاِسْتِسْقَاءِ وَ لَيْسَ الْاَمْرُ كَذَالِكَ قَدْ ثَبَتَ رَفْعُ يَدَيْهِ فِيْ الدُّعَاءِ فِيْ مَوَاطِنَ غَيْرِ الْاِسْتِسْقَاءِ وَ هِيَ اَكْثَرُ مِنْ اَنْ تُحْصٰى فَيَتَنَاوَلُ هَذَا الْحَدِيْثُ عَلٰى اَنَّهُ لَمْ يَرْفَعِ الرَّفِيْعَ الْبَلِيْغَ بِحَيْثُ يُرٰى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ اِلَّا فِيْ الْاِسْتِسْقَاءِ وَ اِنَّ الْمُرَادَ لَمْ اَرَهُ يَرْفَعُ وَ قَدْ رَأَهُ غَيْرُهُ يَرْفَعُ

অর্থাৎ :- মুসলিম শরীফের প্রখ্যাত ভাষ্যকার হযরত ইমাম নাবাবী আলাইহির রাহ্মা বলেন, এই হাদিসের বাহ্যিক দিক হতে এটা সন্দেহ হয় যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম ইস্তিসকা (বৃষ্টি বর্ষণের দু'আ) ব্যতীত অন্য কোথাও হাত তুলে দু'আ করতেন না। কিন্তু আসল ব্যাপারটি এমন নয়। কারণ, নবী করীম আলাইহিস সালামের ইস্তিসকা ছাড়াও অন্যান্য এতগুলি স্থানে হাত তুলে দু'আ করা প্রমাণিত যা গণনার উর্ধে। সুতরাং উক্ত হাদিসটির সঠিক মর্মার্থ হল, নবী করীম আলাইহিস সালাম ইস্তিসকায় যতটা হাত উঁচু করে দু'আ করতেন, ততটা অন্যত্রে হাত উঁচু করতেন না। অথবা হযরত আনাস রাদীআল্লাহু আনহু নবী করীমকে অন্যত্রে হাত তুলে দু'আ করতে দেখেননি, কিন্তু অন্যান্য সাহাবাগণ অবশ্যই নাবী পাক আলাইহিস সালামকে ইস্তিসকা ব্যতীত অন্যান্য স্থানে হাত তুলে দুআ করতে প্রত্যক্ষ করেছেন।

২) ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী আলাইহির রাহ্মা "ফাতহুল বারী শারহিল বুখারী" গ্রন্থে ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৬৩৯ -এ উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যা করেছেন-

قَوْلُهُ اِلَّا فِىْ الْاِسْتِسْقَاءِ ظَاهِرُهُ نَفِىُ الرَّفْعِ فِىْ كُلِّ دُعَاءٍ غَيْرَ الْاِسْتِسْقَاءِ وَ هُوَ مُعَارِضٌ بِالْاَحَادِيْثِ الثَّابِتَةِ بِالرَّفْعِ فِىْ غَيْرِ الْاِسْتِسْقَاءِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ اَنَّهَا كَثِيْرَةٌ وَ قَدْ اَفْرَدَهَا بِتَرْجَمَةٍ فِىْ كِتَابِ الدَّعْوَاتِ وَ سَاقَ فِيْهَا عِدَّةَ اَحَادِيْثَ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ اِلٰى اَنَّ الْعَمَلَ بِهَا اَوْلٰى وَ حَمَلَ حَدِيْثَ اَنَسٍ عَلٰى نَفِىْ رُؤْيَتِهٖ وَ ذٰلِكَ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفِىَ رُؤْيَتِهٖ غَيْرِهٖ

ভাবার্থ :- হযরত আনাস রাদীআল্লাহু আনহুর মন্তব্য "ইস্তিসকা ব্যতীত" -এর বাহ্যিক অর্থ হল, ইস্তিসকা ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত দু'আয় হাত তুলা যাবে না। আর এই অর্থ সেই সমস্ত হাদিস গুলির পরিপন্থি ও বিপরীত হবে যে সমস্ত হাদিস দ্বারা ইস্তিসকা ব্যতীত হাত তুলে দু'আ করা প্রমাণিত। আগেই বলা হয়েছে, (ইস্তিসকা ব্যতীত) অন্যান্য দু'আয় হাত তুলার অসংখ্য হাদিস রয়েছে। "কিতাবুদ দাওয়াত" -এ সেই হাদিসগুলিকে আলাদা ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই কারণেই মুহাদ্দেসীনগণ বলেন, অন্যান্য হাদিস সমূহে আমল করাটাই হল উত্তম। আর হযরত আনাস রাদীআল্লাহু আনহুর হাদিসটির অর্থ হবে, তিনি নবী করীম আলাইহিস সালামকে অন্যত্রে হাত তুলে দু'আ করতে প্রত্যক্ষ করেননি। কিন্তু তিনার না দেখা থেকে এটা কখনই প্রমাণিত হবে না যে, অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামগণও নবী করীম আলাইহিস সালামকে ইস্তিসকা ব্যতীত হাত তুলে দু'আ করতে দেখেন নি।

প্রিয় পাঠক! ইমাম নাবাবী ও ইমাম ইবনে হাজারী আসকালানী আলাইহিমার রাহ্‌মার ব্যাখ্যাদ্বয় থেকে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম ইস্তিসকা ছাড়াও অন্যান্য বহু স্থান সমূহে হাত তুলে দু'আ করেছেন। কিন্তু হয়তো হযরত আনাস রাদীআল্লাহু আনহু সেই

স্থানগুলিতে ছিলেন না, অথবা নবী করীম আলাইহিস সালাম যতটা বৃষ্টি বর্ষণের জন্য দু'আর সময় হাত উঁচু করতেন ততটা অন্যান্য দু'আয় হাত উঁচু করতেন না তাই তিনি উক্ত মন্তব্যটি করেছেন। মূলত হযরত আনাস রাদীআল্লাহু আনহু ইস্তিসকায় হাত তুলা ও অন্যান্য দু'আয় হাত তুলার মধ্যে পার্থক্য করার উদ্দেশ্যে উক্ত মন্তব্যটি করেছেন। আর উভয় দু'আর মধ্যে হাত তুলার পার্থক্যটি ইমাম নাবাবী আলাইহির রাহ্‌মাও স্পষ্ট ভাবে ব্যাক্ত করেছেন। যা "ফাতহুল বারী শারহে বুখারী" ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৬৩৯ -এর মধ্যে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী আলাইহির রাহ্‌মা উল্লেখ করেছেন। যথা-

قَالَ النَّوَوِىُ قَالَ الْعُلَمَاءُ اَلسُّنَّةُ فِىْ كُلِّ دُعَاءٍ لِرَفْعِ الْبَلَاءِ اَنْ يُّرْفَعَ يَدَيْهِ جَاعِلًا ظُهُوْرَ كَفَّيْهِ اِلَى السَّمَاءِ وَ اِذَا دَعَا بِسُؤَالِ شَيْءٍ وَ تَحْصِيْلِهٖ اَنْ يَّجْعَلَ كَفَّيْهِ اِلَى السَّمَاءِ

অর্থাৎ: - মুসলিম শরীফের প্রখ্যাত ভাষ্যকার ইমাম নাবাবী আলাইহির রাহ্‌মা বলেন, বিশ্বস্ত উলামায়ে কেরাম বলেছেন, বালা-মুসিবত দূরীকরণ সংক্রান্ত প্রত্যেক দু'আয় হাত তুলার সুন্নাত পদ্ধতি হল, দু'হাতকে এতটা উত্তোলন করা যে হাতের বাহিরভাগ যেন আকাশের দিকে হয়। আর যখন আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট কোন কিছু চাওয়া ও পাওয়ার আশায় দু'আ করবে তখন দু'খানা হাতকে এমন ভাবে তুলবে যাতে হাতের তালু আকাশের দিকে হয়।

***প্রিয় পাঠক বৃন্দ!** উপরোক্ত আলোচনার আলোকে এ বিষয়টি আপনাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম ইস্তিসকা (বৃষ্টি বর্ষণের দু'আ) ব্যতীত অন্য স্থান সমূহে হাত তুলে দু'আ করেছেন। আর ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী ও ইমাম নাবাবী আলাইহিমার রাহ্‌মার মন্তব্য অনুযায়ী নবী আলাইহিস সালাম ইস্তিসকা ব্যতীত এতগুলি স্থানে হাত তুলে দু'আ করেছেন যা গণনার বাইরে। সেই স্থান সমূহ হতে নিম্নে কিছু উদাহরণ আমি তুলে ধরলাম যা হতে

আপনাদের বিশ্বাস ও ঈমান সুদৃঢ় হবে।

ওযুর পর কারো জন্য হাত তুলে দু'আ

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ دَعَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ اَبِىْ عَمْرٍو رَأَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيْرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسَ

অর্থাৎ- হযরত আবু মুসা রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম একদা পানি চেয়ে ওযু করলেন। অতঃপর নিজের দু'খানা হাত এতটুকু তুলে দু'আ করলেন যে, আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। তিনি দু'আয় বললেন, ইয়া আল্লাহ্ তুমি উবাইদ আবু আমরকে ক্ষমা করে দাও। তিনি আরও বললেন, হে আল্লাহ্! তাকে তুমি কিয়ামতের দিন তোমার সৃষ্টি মানুষের মধ্যে অনেকের উপর উৎকৃষ্টতা প্রদান করো। *হাদিসটি সহিহ্।
{বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, ৯৪৪ নং পৃষ্ঠা,, মুসলিম শরীফ, হাদিস নং ৬৫৬২,, সহিহ্ ইবনে হাব্বান, হাদিস নং ৭১৯৪}

*উক্ত হাদিস থেকে স্পষ্ট ভাবে প্রমাণ হয় যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম ওযুর পর হাত তুলে দুআ করেছেন।

অসন্তুষ্টি প্রকাশের উদ্দেশ্যে হাত তুলে দু'আ

وَ قَالَ اِبْنُ عُمَرَ رَفَعَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَدَيْهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَبْرَأُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ

অর্থাৎ :- হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদীআল্লাহু আনহু বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম দু'হাত তুলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! খালিদ যা করেছে আমি তা থেকে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছি। *হাদিসটি সহিহ্।
{বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৯৩৮,, নাসাঈ শরীফ, হাদিস নং ৫৪২২,, সহিহ্ ইবনে হাব্বান, হাদিস নং ৪৭৪৫}

*উক্ত হাদিস থেকে প্রমাণ হয় যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম যখন কারো কর্ম থেকে বারাআত ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার লক্ষে দু'আ করেছেন তখনও হাত তুলে দু'আ করেছেন।

কারো মাগফিরাত ও সুপারিশের জন্য হাত তুলে দু'আ

عَنْ سَعِدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ نُرِيْدُ الْمَدِيْنَةِ فَلَمَّا كُنَّا قَرِيْبًا مِنْ عَزْوَرَاءَ نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا اللّٰهَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيْلًا ثُمَّ قَالَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيْلًا ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا قَالَ اِنِّىْ سَئَلْتُ رَبِّىْ وَشَفَعْتُ لِاُمَّتِىْ فَأَعْطَانِىْ ثُلُثَ اُمَّتِىْ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّىْ شُكْرًا ثُمَّ

رَفَعْتُ رَأْسِىْ فَسَئَلْتُ رَبِّىْ لِاُمَّتِىْ فَأَعْطَانِىْ ثُلُثَ اُمَّتِىْ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّىْ شُكْرًا ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِىْ فَسَئَلْتُ رَبِّىْ لِاُمَّتِىْ فَاَعْطَانِىْ الثُّلُثَ الآخِرَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّىْ شُكْرًا

অর্থাৎ- হযরত সায়াদ বিন আবী ওয়াক্কাস রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম আলাইহিস সালামের সহিত মক্কা থেকে মদীনার দিকে রওয়ানা হলাম। অতঃপর আমরা "আযওয়ারা" নামক স্থানের নিকটে পৌঁছলে তিনি বাহন থেকে নেমে আল্লাহ্‌র নিকট হাত তুলে কিছুক্ষণ দু'আ করে সাজদায় গেলেন। তিনি অনেকক্ষণ সাজদায় থাকলেন। অতঃপর সাজদাহ্ থেকে উঠে পুণরায় মহান আল্লাহ্‌র কাছে হাত তুলে কিছুক্ষণ দু'আ করে আবার সাজদায় গেলেন এবং অনেকক্ষণ সাজদাহ্ অবস্থায় থাকলেন। আবার উঠে দু'হাত তুলে দু'আ করলেন এবং সাজদাহ্ করলেন। অতঃপর নবী করীম আলাইহিস সালাম বললেন, আমি আমার রবের নিকট প্রার্থনা করেছি এবং আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করেছি। অতএব তিনি আমাকে এক-তৃতীয়াংশ উম্মতের জন্য শাফাআতের অনুমতি দেন। তাই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমি সাজদাহ্ করেছি। আবার মাথা তুলে আমার রবের নিকট উম্মতের জন্য আবেদন করেছি। তিনি আমাকে আমার উম্মতের জন্য আরো এক-তৃতীয়াংশ শাফাআতের অনুমতি দিলেন। আমি পুণরায় সাজদায় অবনত হয়ে রবের কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি পুণরায় মাথা তুলে আমার মহান রবের নিকট উম্মতের জন্য দু'আ করি। তিনি আমাকে আরো এক-তৃতীয়াংশ উম্মতের জন্য শাফাআত করার অনুমতি দেন। আমি আমার রবকে সাজদাহ্ করে শুকরিয়া জানাই।

*ইমাম আবু দাউদ হাদিসটির প্রসঙ্গে নিরব, যার অর্থ হল হাদিসটি গ্রহনযোগ্য। তাছাড়া ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী হাদিসটি হাসান বলেছেন।

{তাখরিজ মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৪২,, মিশকাতুল মাসাবীহ, ১ম খন্ড,, আবু দাউদ শরীফ, হাদিস নং ২৭৭৭,, রেয়াজুস সালেহীন, হাদিস নং ১১৫৯}

*উক্ত হাদিস থেকে প্রমাণ হয় যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম নিজ উম্মতের মাগফিরাত ও শাফাআতের জন্য একাধিকবার হাত তুলে প্রার্থনা করেছেন।

দানকারীর জন্য হাত তুলে দু'আ

হযরত উকবাহ্ বিন আমর বিন সালেবা রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত এক লম্বা হাদিস শরীফে কোন এক যুদ্ধে মুসলমানদের অসুবিধার কারণে হযরত উসমান রাদীআল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে দান ও সাহায্যের পর নবী করীম আলাইহিস সালামের দুআটি নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়েছে-

فَرَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رُؤِىَ بَيَاضُ اِبْطَيْهِ يَدْعُوْ لِعُثْمَانَ دُعَاءً مَا سَمِعْتُهُ دَعَا لِاَحَدٍ قَبْلَهُ

অর্থাৎ- আমি দেখলাম, নবী করীম আলাইহিস সালাম নিজের দু'খানা হাতকে এতটা তুললেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা পরিলক্ষিত হল। তিনি হযরত উসমানের জন্য এমন দু'আ করলেন যে, আমি অনুরূপ পূর্বে অন্য কারো জন্য দু'আ করতে তাঁকে শুনিনি।

*হাদিসটি ইমাম হাইসামী হাসান ও ইমাম সুয়ূতী সহিহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন।

{মাজমাউজ জাওয়াইদ, ৯বম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৯৮,, আল-খাসাঈসুল কুবরা, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১০৫}

*উক্ত হাদিস থেকে প্রমাণ হয় যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম সাহায্যকারী ও দানকারীর জন্য হাত তুলে দু'আ করেছেন।

সমস্ত উম্মতের মাগফিরাতের জন্য হাত তুলে দু'আ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٌو ... اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَلَا قَوْلَ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَا فِىْ اِبْرَهِيْمَ "رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهُ مِنِّىْ وَ مَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ" وَ قَالَ عِيْسٰى "اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ" فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اُمَّتِىْ وَ بَكٰى فَقَالَ اللّٰهُ يَاجِبْرِيْلُ اِذْهَبْ اِلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ فَسَلْهُ مَا يُبْكِيْهِ فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ فَسَأَلَهُ فَاَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ فَقَالَ اللّٰهُ يَا جِبْرِيْلُ اِذْهَبْ اِلٰى مُحَمَّدٍ فَقُلْ اِنَّا سَنُرْضِيْكَ فِىْ اُمَّتِكَ وَ لَا نَسُوْؤُكَ (رواه مسلم و ابن حبان)

অর্থাৎ :- হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। নবী করীম আলাইহিস সালাম একদা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলার একটি আয়াত তিলায়াত করলেন, "হে আমার রব! নিশ্চয়, প্রতিমাগুলো বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে; সুতরাং যে আমার সঙ্গ অবলম্বন করেছে সে তো আমার এবং যে আমার কথা অমান্য করেছে, তবে নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, দয়ালু।" আর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলেছেন "তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রতাময়" (সূরা মায়িদাহ আয়াত নং- ১১৮) তার পর

তিনি তার উঠালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্ ! আমার উম্মত, আমার উম্মত আর কেঁদে ফেললেন। তখন মহান আল্লাহ বল্লেন, হে জিবরীল! মুহাম্মাদের নিকট যাও, তোমর রব তো সবই জানেন তাকে জিজ্ঞেস কর, তিনি কাঁদছেন কেন ? জিবরীল আলাইহিস সালাম এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছিলেন, তা তাকে অবহিত করলেন। আর আল্লাহ তো সর্বত্ত। তখন আল্লাহ তা'লা বললেন, হে জিবরীল! তুমি মুহাম্মাদ -এর কাছে যাও এবং তাকে বল, নিশ্চয় আমি (আল্লাহ) আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করে দিব, আপনাকে অসন্তুষ্ট করব না। (হাদিসটি সহিহ সনদে বর্ণিত)

{মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ড হাদিস নং ৫২০,, মুস্তাখারাজ আবি আওয়ানা হাদিস নং ৪১৫,, সহিহ ইবনে হাব্বান হাদিস নং ৭২৩৫,, মিশকাত দ্বিতীয় খন্ড হাদিস নং ৫৫৭৭,, রিয়াজুস্ব স্বালেহীন হাদিস নং ৪২৫}

ব্যাখ্যা :- উপরোক্ত হাদিস শরীফ হতে প্রতিয়মান হল যে নবী করীম আলাইহিস সালাম সমস্ত উম্মতের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে দু'হাত তুলে দু'আ প্রার্থনা করেছেন। এবং তা আল্লাহ তা'লার নিকট গ্রহণও হয়েছে।

কোন গোত্রের হিদায়াতের উদ্দেশ্যে হাত তুলে দু'আ

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَدِمَ الطُّفَیْلُ بْنُ عَمْرٍو اَلدُّوْسِیْ وَ اَصْحَابُهٗ فَقَالَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَاَبَتْ فَادْعُ اللّٰهَ عَلَیْهَا قَالَ اَبُوْ هُرَیْرَةَ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ یَدَیْهِ فَقُلْتُ هَلَکَتْ دَوْسٌ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَ ائْتِ بِهَا

অর্থাৎ :- হযরত আবু হুরাইরাহ রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোফৈল বিন আমর দাউসি ও তার সঙ্গিগণ নবী করীম আলাইহিস সালামের নিকট এসে আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! দাউস গোত্রের লোকেরা (আপনার) নাফরমানী করেছে ও (ইসলাম গ্রহণ করতে) অস্বিকার করেছে, সুতরাং আপনি তাদের জন্য বদ-দু'আ করুন। আবু হুরাইরাহ বলেন, অতএব নবী করীম আলাইহিস সালাম নিজের দু'খানা হাত উত্তোলন করলেন। আমি ভাবলাম দাউস গোত্র বরবাদ হয়ে গেল। (কিন্তু) তিনি দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! তুমি দাউস গোত্রের লোকদের হিদায়াত প্রদান করো। *হাদিসটি বিভিন্ন গ্রন্থে সহিহ্ সনদে বর্ণিত।

{সহিহ্ ইবনে হাব্বান, হাদিস নং ৯৮০,, আল-বিদায়া ওয়াননিহায়া, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৯৮,, বুখারী শরীফ, হাদিস নং ৬৩৯৭/৪৩৯২/২৯৩৭,, মুসলিম শরীফ, হাদিস নং ৬৬১১}

কিন্তু বুখারী ও মুসলিমে "হাত তুলা" শব্দটি বর্ণিত হয়নি।

{মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ৭০১৪}

কারো প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশের উদ্দেশ্যে হাত তুলে বদ-দু'আ

عَنْ عَلِیِّ بْنِ اَبِیْ طَالِبٍ اَنَّ امْرَأَةَ الْوَلِیْدِ بْنِ عُقْبَةَ اَتَتِ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَتْ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْوَلِیْدَ یَضْرِبُهَا قَالَ نَصْرُ بْنَ عَلِیٍّ فِیْ حَدِیْثِهٖ تَشْکُوْهُ قَالِ قُوْلِیْ لَهٗ قَدْ اَجَارَنِیْ قَالَ عَلِیٌّ فَلَمْ تَلْبَثْ اِلَّا یَسِیْرًا حَتّٰی رَجَعَتْ فَقَالَتْ مَا زَادَنِیْ اِلَّا ضَرْبًا فَاَخَذَ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهٖ فَدَفَعَهَا اِلَیْهَا فَقَالَ قُوْلِیْ لَهٗ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ قَدْ اَجَارَنِیْ فَلَمْ تَلْبَثْ اِلَّا یَسِیْرًا حَتّٰی رَجَعَتْ فَقَالَتْ مَا زَادَنِیْ اِلَّا ضَرْبًا فَرَفَعَ یَدَیْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ عَلَیْکَ الْوَلِیْدَ اَثِمَ بِیَّ مَرَّتَیْنِ (رواه الهیثمی فی مجمع الزوائد ۳۳۵/۴ و قال رجاله ثقات)

অর্থাৎ :- হযরত আলী রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। ওয়ালীদ বিন উকবা-এর স্ত্রী নবী করীম আলাইহিস সালামের নিকট এসে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ওয়ালীদ তাঁকে প্রহার করছে। নাসর বিন আলী তার হাদিসে বলেন, মহিলাটি তাঁর নিকট অভিযোগ করল। নবী করীম আলাইহিস সালাম বললেন, তুমি তাকে বল, আমাকে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন। হযরত আলী বলেন, মহিলাটি কিছুক্ষুন পর আবার উপস্থিত হয়ে আরয করল, তিনি আমাকে আরো বেশি মার-ধর করেছে। অতঃপর নবী করীম আলাইহিস সালাম নিজ কাপর হতে কিছুটা অংশ নিয়ে তাকে দিয়ে বললেন, তুমি তাকে বলো, নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন। কিছুক্ষন পরেই আবার মহিলাটি উপস্থিত হয়ে আরয করল, তিনি আমাকে আরো বেশি প্রহার করেছে। অতঃপর নবী করীম আআইহিস সালাম দু'হাত তুলে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তুমি ওলিদকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করো। কারণ সে আমার দুই দুই বার না-ফরমানী করেছে।
(হাদিসটি মাজমাউয জাওাঈদ-এ মজবুত সনদ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ হাদিসটি সহিহ)
{মাজমাউয জাওাঈদ খন্ড ৪ পৃষ্ঠা নং ৩৩৫,, মুসনাদ আহমাদ হাদিস নং ১৩০৪,, মুসনাদ আবী ইয়ালা হাদিস নং ৩৫১,, মুসনাদুল বাযযার হাদিস নং ৭৬৮,, কানযুল উম্মাল হাদিস নং ৩৭৫৪৬}

হযরত আবু বকরের জন্য
হাত তুলে দু'আ

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ... لَمَّا صَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِلَى الْغَارِ اَرَادَ اَنْ يَّدْخُلَهُ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ اَرْفِقْ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَدْخُلُ قَبْلَكَ لَا تَكُوْنُ فِيْهِ هَامَةٌ فَاِنْ كَانَ مِنْ شَىٍّ كَانَ لِىْ فَدَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ فَجَعَلَ يَلْتَمِسُ بِيَدَيْهِ كَمَا وَجَدَ حُجْرًا سَقَّ مِنْ ثَوْبِهٖ وَ سَدَّبِهِ الْحُجْرَ حَتّٰى لَمْ يَدَعْ مِنْ ذَالِكَ مَشِيْئًا وَ بَقٰى حُجْرٌ وَاحِدٌ وَ لَمْ يَبْقَ مِنَ الثَّوْبِ شَىٌّ يَسُدُّهٗ بِهٖ فَالْقَمَهُ عُقْبَهُ فَقَالَ ادْخُلْ فِدَاكَ اُمِّىْ وَ اَبِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَيْنَ ثَوْبُكَ يَا اَبَا بَكْرٍ؟ فَاَخْبَرَهُ قَالَ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَدَهٗ وَ دَعَالَهٗ (رواه ابو نعيم فى حلية الاولياء)

অর্থাৎ :- হযরত আনাস রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম যখন গুহার কাছে পৌঁছে তার মধ্যে প্রবেশের ইরাদা করলেন, হযরত আবু বাকর সিদ্দিক রাদীআল্লাহু আনহু বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার প্রতি আমার মাতা-পিতা কুরবান, আপনি একটু দাঁড়ান, আপনার পূর্বে আমি প্রবেশ করি যাহাতে সেখানে কোন ক্ষতিকারক বস্তু না থাকে। অতঃপর আবু বাকর গুহায় প্রবেশ করে নিজ হাতে তালাশ করতে লাগলেন, যেখানেই কোন ছিদ্র পেতেন নিজের

কাপড় ছিঁড়ে তা বন্ধ করে দিতেন। এভাবে তিনি একটি ছিদ্র ব্যতীত সমস্ত ছিদ্রগুলি বন্ধ করেদিলেন। তার কাছে আর কাপড় না থাকায় নিজের পিঠ সেখানে লাগিয়ে নবীজিকে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত, আপনি গুহায় প্রবেশ করুন। সকাল হলে নবী করীম আলাইহিস সালাম হযরত আবু বাকরকে জিজ্ঞেসা করলেন তোমার কাপড় কোথায়? হযরত আবু বাকর নবীজিকে বিষয়টি জানালেন। অতঃপর নবী করীম আলাইহিস সালাম হাত উত্তোলন করে তার জন্য দু'আ করলেন।

{হুলিয়াতুল আওলীয়া, ৭তম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৩০৭}

সূর্যগ্রহণের নামাযের পর হাত তুলে দু'আ

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَزَادَ اَيْضَا ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ (رواه المسلم فى صلوة الكسوف)

অর্থাৎ- হযরত হিশাম বিন উরওয়াহ্ রাদীআল্লাহু আনহু থেকে একই সনদে বর্ণিত। তবে তিনি এ কথাটুকু বাড়িয়েছেন, "অতঃপর সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভূক্ত" এবং এ কথাটুকুও বাড়িয়েছেন, "অতঃপর নবী করীম আলাইহিস সালাম উভয় হাত তুলে বললেন- হে আল্লাহ্! আমি কি তোমার বানী পৌঁছিয়ে দিয়েছি?

{মুসলিম শরীফ, হাদিস নং ২১২৮}

আরফা মাঠে হাত তুলে দু'আ

عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُوْ

অর্থাৎ :- হযরত উসামাহ্ বিন যাঈদ রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম আলাইহিস সালামের সঙ্গে আরফায় একই বাহনে সাওয়ার ছিলাম। তিনি উভয় হাত উত্তোলন করে (সেখানে) দু'আ করলেন।

{নাসাঈ শরীফ, হাদিস নং ৩০২৪,, মুসনাদ আহমাদ, হাদিস নং ২৪১০৪,, সুনানুল কুবরা নাসাঈ, হাদিস নং ৩৯৯৩}

স্বাদকাহ আদায়কারীর / সংগ্রহকারীর ভূল মন্তব্য শুনে হাত তুলে দু'আ

عَنْ اَبِیْ حُمَیْدِ السَّاعِدِی اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ اسْتَعْمَلَ اِبْنَ الْاُتْبِیَّةِ عَلٰی صَدَقَاتٍ بَنِیْ سُلَیْمٍ فَلَمَّا جَاءَ اِلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ وَ حَاسَبَهُ قَالَ هٰذَا الَّذِیْ لَكُمْ وَهٰذِهٖ هَدِیَّةٌ اُهْدِیَتْ لِیْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ فَهَلَّا جَلَسْتَ فِیْ بَیْتِ اَبِیْكَ وَ بَیْتِ اُمِّكَ حَتّٰی تَاْتِیَكَ هَدِیَّتُكَ اِنْ كُنْتَ صَادِقًا ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ فَخَطَبَ النَّاسَ وَ حَمِدَ اللّٰهَ وَ اثْنٰی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّیْ اَسْتَعْمِلُ رَجُلًا مِنْكُمْ عَلٰی اُمُوْرٍ مِمَّا وَلَّانِیَ اللّٰهُ فَیَاْتِیْ اَحَدُكُمْ فَیَقُوْلُ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذِهٖ هَدِیَّةٌ اُهْدِیَتْ لِیْ فَهَلَّا جَلَسَ فِیْ بَیْتِ اَبِیْهِ وَ بَیْتِ اُمِّهٖ حَتّٰی تَاْتِیَهُ هَدِیَّتُهٗ اِنْ كَانَ صَادِقًا فَوَاللّٰهِ لَا یَاْخُذُ اَحَدُكُمْ مِنْهَا شَیْئًا قَالَ هِشَامٌ بِغَیْرِ حَقِّهٖ اِلَّا جَاءَ اللّٰهُ یَحْمِلُهٗ یَوْمَ الْقِیَامَةِ اِلَّا فَلَاَعْرِفَنَّ مَاجَاءَ اللّٰهُ رَجُلٌ بِعِیْرًا لَهٗ رُغَاءٌ اَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ اَوْ شَاةً تَیْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ یَدَیْهِ حَتّٰی رَاَیْتُ بَیَاضَ اِبْطَیْهِ اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ

অর্থাৎ :- হযরত আবু হুমায়দ সাঈদী রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনু উৎবীয়্যাকে বানু সুলায়মের স্বাদকাহ সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করলেন। যখন সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফিরে আসল এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে হিসাব চাইলেন, তখন সে বলল, এগুলো আপনাদের আর এগুলো হাদিয়া যা আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। তখন নবী করীম আলাইহিস সালাম বললেন, তুমি সত্যবাদী হলে তোমার হাদিয়া তোমার কাছে না আসা পর্যন্ত তুমি তোমার বাবার ঘরে ও মায়ের ঘরে থাকলে না কেন? এর পর নবী করীম আলাইহিস সালাম উঠে দাঁড়ালেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষন দিলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুনগান করলেন। তারপর বললেন; অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর যেসব দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন তা থেকে কিছু কাজের জন্য তোমাদের কতক লোককে নিযুক্ত করে থাকি। তাদের কেউ এসে বলে এগুলো আপনাদের আর এগুলো হাদিয়া যা আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। সে সত্যবাদী হলে সে তার বাবার ঘরে ও মায়ের ঘরে কেন বসে থাকল না। যাতে তার হাদিয়া তার নিকট আসে? আল্লাহ্র শপথ! তোমাদের কেউ যেন তা থেকে অন্যায় ভাবে কিছু গ্রহণ না করে। তা না হলে সে কিয়ামতের দিন তা বহন করে আল্লাহ্র নিকট আসবে। সাবধান আমি অবশ্যই চিনতে পারব যা নিয়ে আল্লাহ্র নিকট হাজির হবে। এক ব্যক্তি উট নিয়ে আসবে যা চেঁচাতে থাকবে যে শব্দটি হাম্বা হাম্বা করতে থাকবে, অথবা বক্রী দিয়ে আসবে, যে বক্রী ভ্যা ভ্যা করতে থাকবে। অতঃপর তিনি হাত দু'খানা উপরের দিকে এতটুকু উঠালেন যে, আমি তার বগলের শুভ্র উজ্জলতা দেখতে পেলাম। এবং বললেন শোন! আমি কি (আল্লাহ্র বিধান তোমাদের নিকট) পৌঁছিয়েছি। {বুখারী শরীফ, হাদিস নং ৭১৯৭,, মুসনাদ আহমাদ, হাদিস নং ২৩৫৯৮,, মুসলিম শরীফ, হাদিস নং ৪৮৪৩,, সহিহ্ ইবনে খুযাইমা, হাদিস নং ২৩৩৯,, আবু দাউদ শরীফ, হাদিস নং ২৯৪৬,, মুসনাদুল বাযযার, হাদিস নং ৩৭০৭}

সাফা পাহাড়ে হাত তুলে দু'আ

قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ..... فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ اَتَى الصَّفَا فَعَلَا عَلَيْهِ حَتّٰى نَظَرَ اِلَى الْبَيْتِ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللّٰهَ وَ يَدْعُوْ بِمَا شَاءَ اَنْ يَدْعُوْ

অর্থাৎ :- হযরত আবু হুরাইরাহ রাদীআল্লাহু আনহু (মক্কাহ্ বিজয়ের ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে) বলেন, এরপর কাবা শরীফের তাওয়াফ শেষে তিনি সাফা পাহাড়ের দিকে গেলেন। এরপর তাতে আরোহন করে কাবা শরীফের দিকে চেয়ে দেখলেন এবং উভয় হাত তুলে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এবং তাঁর যা দু'আ করার ছিল তাই দু'আ করলেন। *হাদিসটি সহিহ্ সনদে বর্ণিত।

{মুসলিম শরীফ, হাদিস নং ৪৭২২,, সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং ১৮৭২,, সহিহ্ ইবনে খুযাইমা, হাদিস নং ২৭৫৮}

হযরত আলীর শাক্ষাতের জন্য হাত তুলে দু'আ

عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعَثَ عَلِيًّا فِىْ سَرِيَّةٍ فَرَأَيْتُهُ رَافِعًا يَدَيْهِ وَ هُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَا تُمِتْنِىْ حَتّٰى تُرِيَّنِىْ عَلِيًّا (رواه الطبرانى فى المعجم الكبير)

অর্থাৎ :- হযরত উম্মে আতীয়া রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলীকে কোন এক সেনাদলে প্রেরণ করলেন। অতঃপর আমি দেখলাম, তিনি উভয় হাত তুলে দু'আ করছেন, হে আল্লাহ্! আলীকে দ্বিতীয় বার দেখানোর পূর্বে আমাকে তুমি মৃত্যু প্রদান করো না।

{মুজামে কাবীর তাবরানী, হাদিস নং ১৬৮,, ফাযাইলুস সাহাবা লি আহমাদ, হাদিস নং ১০৩৯,, মুজামুল আওসাত তাবরানী, হাদিস নং ২৪৩২}

কোন গোত্রের প্রতি বরকতের উদ্দেশ্যে হাত তুলে দু'আ

عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفَطَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَافِعًايَدَيْهِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى خِيَلِ اَحْمَسَ وَ رِجَالِهَا

অর্থাৎ :- হযরত খালিদ বিন আরফাহ্ রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখলাম নবী করীম আলাইহিস সালাম উভয় হাত তুলে দু'আ করছেন, হে আল্লাহ্! তুমি আহমাস গোত্রের ঘোড়া ও তাদের পুরুষদের প্রতি বরকত নাযিল করো।

{মুজামে কারীম তাবরানী, হাদিস নং ৪১১০,, আল-মাজমাউজজাওয়ায়িদ, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৫৪}

কারো উপহারের দরুন হাত তুলে দু'আ

عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَرَأٰى لَحْمًا فَقَالَ مَنْ بَعَثَ بِهٰذَا قُلْتُ عُثْمَانُ قَالَتْ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُوْ لِعُثْمَانَ

অর্থাৎ :- হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদীআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম আমার নিকট এসে কিছু মাংস দেখতে পেলেন। অতএব তিনি জিজ্ঞেসা করলেন, এই মাংসটি কে পাঠিয়েছে? আমি বললাম, হযরত উসমান পাঠিয়েছে। আয়েশা বলেন, অতঃপর আমি দেখলাম, নবী করীম আলাইহিস সালাম উভয় হাত তুলে হযরত উসমানের জন্য দু'আ করছেন।

{আল-মাজমাউজ জাওয়াইদ, ৯বম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৮৮,, ফাতহুল বারী, ১১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৪৮}

দুই জামরার নিকট হাত তুলে দু'আ

عَنِ الزُّهْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ اِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِىْ تَلِىَ مَسْجِدَ مِنٰى يُرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمٰى بِحَصَاةٍ ثُمَّ تَقَدَّمَ اَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُوْ وَ كَانَ يُطِيْلُ الْوُقُوْفَ ثُمَّ يَاتِى الْجَمْرَةَ الثَّانِيَّةَ فَيُرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصِيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمٰى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الْيَسَارِ مِمَّا يَلِىَ الْوَادِىَ فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُوْ ثُمَّ يَاتِى الْجَمْرَةَ الَّتِىْ عِنْدَ الْعُقْبَةَ فَيُرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصِيَاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حُصَاةٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا

অর্থাৎ :- হযরত যুহরী রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। মসজিদে মিনার দিকে হতে প্রথমে অবস্থিত জামরায় যখন নবী করীম আলাইহিস সালাম কঙ্কর মারতেন, সাতটি কঙ্কর মারতেন এবং প্রত্যেকটি কঙ্কর মারার সময় তিনি তাকবীর বলতেন। এরপর সামনে এগিয়ে গিয়ে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে উভয় হাত তুলে দু'আ করতেন, এবং এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। অতঃপর দ্বিতীয় জামরায় এসে সাতটি কঙ্কর মারতেন এবং প্রতিটি কঙ্কর মারার সময় তিনি তাকবীর বলতেন। অতঃপর বাঁদিকে মোড় নিয়ে ওয়াদীর কাছে এসে কিবলা মুখী হয়ে দাঁড়াতেন এবং উভয় হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন। অবশেষে আকবার কাছে জামরায় এসে তিনি সাতটি কঙ্কর মারতেন এবং প্রতিটি কঙ্কর মারার সময় তাকবীর বলতেন। এরপর ফিরে যেতেন, এখানে বিলম্ব করতেন না।

{বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, হাদিস নং ১৭৫৩,, নাসাঈ শরীফ, হাদিস নং ৩০৯৬,, সুনান দারেমী শরীফ, হাদিস নং ১৯৫৫,, সুনান দারে কুতনী, হাদিস নং ২৭১৫,, মুসনাদ আহমাদ, হাদিস নং ৬১১৬}

মৃত ব্যক্তির জন্য হাত তুলে দু'আ

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِّ..... اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَفَدَ يَوْمَ حُنَيْنٍ لِاَبِىْ عَامِرِ الْاَشْعَرِىِّ عَلٰى خِيَلِ الطَّلَبِ فَلَمَّا انْهَزَمَتْ هُوَ ازَنَ طَلَبَهَا حَتّٰى اَدْرَكَ دُرَيْدُ مِنَ الصَّمِةِ فَاسْرَعَ بِهٖ فَرَسَهُ فَقَتَلَ اِبْنُ دُرَيْدٍ اَبَا عَامِرٍ قَالَ اَبُوْ مُوْسٰى فَشَدَرْتُ عَلٰى اِبْنِ دُرَيْدٍ فَقَتَلْتُهُ وَاَخَذْتُ اللِوَاءَ وَ انْصَرَفْتُ بِالنَّاسِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلَمَّا رَأَنِىْ وَ اللِوَاءِ بِيَدِىْ قَالَ اَبَا مُوْسٰى قَتَلَ اَبُوْ عَامِرٍ؟ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُوْ لَهٗ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اَبَا عَامِرٍ اِجْعَلْهُ فِىْ الْاَكْثَرِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ :- হযরত আবু মুসা আশয়ারী রাদীয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত হাদিসে শেষাংশে রয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু মুসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি আবু আমির কে শহিদ করা হয়েছে ? হযরত আবু মুসা বল্লেন, হ্যাঁ ইয়া রাসুলাল্লাহ্। অতঃপর নবী করীম আলাইহিস সালাম দু'হাত তুলে দু'আ করলেন, 'ইয়া আল্লাহ তুমি আবু আমিরকে কিয়ামতের দিন তোমার বহু মাখলুকাতের উপর উৎকৃষ্টতা প্রদান করো।

{মুসনাদ আহমাদ হাদিস নং ১৯৫৬৭,, মুসনাদ আবি ইয়ালা হাদিস নং ৭২২২,,সহিহ জামিউল মাসানিদ ওয়াস সুনান হাদিস নং ১৩০৭৫,, মুসনাদুল জামেয় হাদিস নং ৮৯২৫}

নিজের জন্য হাত তুলে দু'আ

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا رَأَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَدْعُوْ رَافِعًا يَدَيْهِ يَقُوْلِ اللّٰهُمَّ اِنَّمَا اَنَابَشَرٌ

অর্থাৎ :- হযরত আয়েশা রাদীআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। নিশ্চয় তিনি দেখেছেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম উভয় হাত তুলে দু'আ করছেন, হে আল্লাহ্! আমি একজন মানুষ.....

{মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস নং ৩২৪৮,, মুসনাদ আহমাদ, হাদিস নং ২৫২৬৫,, মুযমাউয যাওয়াইদ, হাদিস নং ১৭৩৩৫,, ফাতহুল বারী শারহে বুখারী, ১১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৪৭}

প্রতিটি মুসিবতে হাত তুলে দু'আ

عَنِ الْبَرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا اَصَابَتْهُ شِدَّةٌ دَعَا وَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ

অর্থাৎ :- হযরত বারায়া বিন আজিব রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। নবী করীম আলাইহিস সালাম যখনই কোন সংকটে পতিত হতেন তিনি উভয় হাত এতটা উত্তোলন করে দু'আ করতেন যে তার বগলের সাদা রং দেখা যেত।

{ফাদ্দুল ওয়ায়ে লি সুয়ূতি, হাদিস নং ৩৭}

উপসংহার :- উপরোক্ত হাদিস সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম (ইস্তিসকা) বৃষ্টি বর্ষণের দু'আ ব্যতীত অন্যান্য বহু স্থানে হাত তুলে দু'আ করেছেন। উপরে ১৯টি স্থান উল্লেখ করা হয়েছে, ইহা ছাড়াও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-

২০-বৃষ্টি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে, ২১-ইন্তেকালের কিছু পূর্বে হযরত উসামাহ্ বিন যায়েদ-এর জন্য, ২২-নামাজের পর, ২৩-দাফনের পর ও ২৪-কবর যিয়ারতের সময় কবর বাসীদের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যেও হাত তুলে দু'আ করেছেন।

উল্লেখিত ২৪-টি স্থান ও সময় ছাড়া আরোও এতগুলি স্থানে তিনি হাত তুলে দু'আ করেছেন যা ইমাম নাবাবী আলাইহির রাহমার মতে গণনা করা মুশকিল। সুতরাং হাত তুলে দু'আ থেকে মানুষকে বিরত রাখা মুর্খামি বটে।

কারণ, নবী করীম আলাইহিস সালামের হাদিস সমূহের পর্যবেক্ষণ আমাদেরকে জ্ঞাত করায় যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম যে স্থান ও সময়ে হাত তুলে দু'আ করেছেন সেই স্থান সমূহে হাত তুলে দু'আ করা সব সময় হত না। যা থেকে প্রমাণ হয় যে, শরীয়তে হাত তুলে দু'আ কোন স্থান ও সময়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট নয়। বরং এটি দুআ কবুল হওয়ার একটি উত্তম পদ্ধতি। সুতরাং এই পদ্ধতিটি ততক্ষন পর্যন্ত ব্যবহার করা বৈধই থাকবে যতক্ষন পর্যন্ত শরীয়তের পক্ষ থেকে কোন নির্দিষ্ট দু'আয় হাত উত্তোলন করা নিশেধ না হয়েছে।

দু'আর শেষে মুখমন্ডলে হাত বুলানোর প্রমাণ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ..... سَلُوْ اللّٰهَ بِبُطُوْنِ اَكُفِّكُمْ وَلَا تَسْأَلُوْهُ بِظُهُوْرِهَا فَاِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوْا بِهَا وُجُوْهَكُمْ

অর্থাৎ :- হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ করো নিজ হাতের তালুর দিক থেকে আর হাতের পিঠ উপর দিকে রেখে দু'আ করবে না। অতঃপর দু'আর শেষে হাতের তালু দিয়ে মুখমন্ডল বুলিয়ে নেবে।

{মিশকাত শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৯৫,, আবু দাউদ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২১৬,, সুনান কুবরা বাইহাকী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২১২,, জামেয় সাগীর লি সুয়ূতী, হাদিস নং ৪৬৯০}

জামেয় সাগীরে হাদিসটি সহিহ্ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ اِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ

অর্থাৎ :- হযরত সাঈদ বিন ইয়াযিদ রাদীআল্লাহু আনহু নিজ পিতার সুত্রে বর্ণনা করেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম যখন দু'আ করতেন উভয় হাত উত্তোলন করতেন এবং দু'আর শেষে উভয় হাত দ্বারা চেহারা মুবারক বুলিয়ে নিতেন। *হাদিসটি হাসান।

{আবু দাউদ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২১৬,, নাসবুর রাইয়া, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৫১,, জামেয় সাগীর, হাদিস নং ৬৬৬৭}

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِىْ الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتّٰى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ

অর্থাৎ :- হযরত উমর বিন খাত্তাব রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম দু'আ করার সময় তাঁর উভয় হাত উত্তোলন করতেন, তিনি তা দিয়ে তাঁর মুখমন্ডল বুলায়ন না করা পর্যন্ত নামাতেন না। *ইমাম তিরমিজী আলাইহির রাহমা বলেন, হাদিসটি সহিহ্।

{তিরমিজী শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৭৪, হাদিস নং ৩৭১৪,, তাবরানী আওসাত, হাদিস নং ৮০৫৩}

ব্যাখ্যা :- সংকলিত তিনটি হাদিস সমূহ দ্বারা স্পষ্ট ভাবেই প্রতীয়মান হল যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম দু'আর শেষে উত্তোলিত হাত দ্বারা মুখমন্ডল বুলানোর উম্মতিকে আদেশ দিয়েছেন এবং নিজেও তা বাস্তবায়ন করেছেন। সুতরাং দু'আর শেষে চেহারায় হাত বুলানোকে বিদ্আত বলে আখ্যায়িত করা চরম মুর্খামি বলে গন্য হবে।

ইমাম তাবরানী রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহি তার "আদ-দু'আ" গ্রন্থে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন যা নিম্নে প্রদত্ত হল-

عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ الْمُغِيْثِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا دَعَا اَحَدُكُمْ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى جَاعِلٌ فِىْ يَدَيْهِ بَرَكَةً وَ رَحْمَةً فَلَا يَرُدُّهُمَا حَتّٰى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ

অর্থাৎ :- হযরত ওয়ালীদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন আবু মুগীস রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ

করেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ দু'আ করার সময় হাত উত্তোলন করে আল্লাহ তা'আলা সেই হাতে রহমত ও বরকত নাযিল করেন। সুতরাং তোমরা হাতদ্বয় নিচে নামানোর পূর্বে মুখমন্ডলে বুলিয়ে নাও। {তাফসীরে দুর্রুল মানসূর, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৭৪১,, ফাদ্দুল ওয়ায়ে লি সুয়ূতী, হাদিস নং ৫০,, কাশফুল সেফা, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২০৭}

*এবং হযরত শাইখ আব্দুল হাক মুহাদ্দিস দেহলবী আলাইহির রাহ্মা "লামআত" গ্রন্থে ইরশাদ করেন-

فِىْ وَجْهِ الْمَسْحِ بِالْوُجُوْهِ اَىْ تَبَرُّكًا كَاَنَّهَا فَاضٍ مِنْ اَنْوَارِ الْاِجَابَةِ وَاتِّصَالِهَا بِالْوَجْهِ الَّذِىْ هُوَ اَشْرَفُ الْاَعْضَاءِ وَ اَقْرَبِهَا

অর্থাৎ :- দু'আর শেষে হাতদ্বয় মুখমন্ডলে বুলানোর কারণ হল, বরকত অর্জন করা। কারণ, আল্লাহ্র নিকট দু'আ করার ফলে সেই হাতদ্বয়ে গ্রহণযোগ্যতার নূর পতিত হয়েছে। সুতরাং তা মানুষের সর্বাত্তম অংশ চেহারায় পৌঁছানো উত্তম।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা ও হাদিস দ্বারা বুঝা গেল যে, দু'আর শেষে উত্তোলিত হাতকে মুখমন্ডলে লাগানো ও বুলানোর পিছনে কারণ হল, দু'আর সময় আল্লাহ্ প্রদত্ত রহমত ও বরকতকে নিজের সর্বাত্তম অংশ চেহারায় লাগিয়ে নেওয়া। উপরোক্ত দলীল সমূহের আলোকে এটাও প্রমাণিত হল যে, যে সমস্ত ব্যক্তিরা দু'আর শেষে উত্তোলিত হাতদ্বয় মুখমন্ডলে বুলানোকে বিদআত বলে আখ্যায়িত করে তারা শরীয়ত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ অথবা পথভ্রষ্ট।

দলবদ্ধ ও সম্মিলিত ভাবে দু'আর প্রমাণাদি

প্রিয় মুসলিম সমাজ! ফরজ নামাজে সালাম ফিরানোর পর যেভাবে একাকি হাত তুলে দু'আ করা নেকির কাজ ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, তেমনি বহু দলীল দ্বারা এটাও প্রমাণিত যে, ফরজ নামাজের শেষে একাকি দু'আ করা অপেক্ষা এক সঙ্গে দলবদ্ধ ভাবে দুআ করা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য ও নেকির কাজ। সুতরাং ফরজ নামাজ সমাপ্তের পরে ইমাম ও মুক্তাদি উভয়কে একসঙ্গে হাত তুলে দু'আ করা উচিত যাহাতে তাদের দুআ আল্লাহর নিকট দ্রুত গ্রহণযোগ্য হয় এবং তাদের আকাঙ্খিত বস্তু অর্জিত হয়। এক সঙ্গে ও সম্মিলিত দু'আ করার পক্ষে কয়েকটি দলীল নিম্নে প্রদত্ত হল।

عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِاِمْرِئٍ اَنْ يَّنْظُرَ فِىْ جَوْفِ بَيْتِ امْرِئٍ حَتّٰى يَسْأَذِنَ فَاِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ وَ لَا يَؤُمُّ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُوْنَهُمْ فَاِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَ قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ ثَوْبَانَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ

অর্থাৎ :- হযরত সাওবান রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী করীম আলাইহিস সালাম বলেন, বাড়ির মালিকের অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তির পক্ষেই তার ঘরের মধ্যে তাকানো জায়েয নয়। যদি সে তাকায় তবে সে যেন বিনা অনুমতিতেই তার ঘরে ঢুকলো। কোন ব্যক্তির পক্ষেই এটা শোভনীয় নয় যে, লোকদের ইমামতি করে এবং তাদেরকে (মুক্তাদিদের) বাদ দিয়ে শুধু নিজের জন্য দু'আ করে। যদি সে এমনটি করে তবে সে যেন শঠতা (বিশ্বাস ভঙ্গ) করল। *ইমাম তিরমিজী বলেন হাদিসটি হাসান।

{তিরমিজী শরীফ, ১ম খন্ড, হাদিস নং ৩৫৮,, সুনান ইবনে মাজাহ্, ১ম খন্ড, হাদিস নং ৯২৩,, মুসনাদ আহমাদ, হাদিস নং ২২১৫২,, আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ১০৯৩}

*উক্ত হাদিস শরীফে ইমামের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, সে যেন মুক্তাদিগণকে বাদ দিয়ে একাকি দু'আ না করে। আর তিরমিজী শরীফের এক হাদিস থেকে আমি আগেই প্রমাণ করেছি যে, ফরজ নামাজের পরের দু'আ আল্লাহর নিকট সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। সুতরাং উভয় হাদিসের সারাংশ হবে, ইমামের জন্য মুক্তাদিগণকে সঙ্গে নিয়ে সম্মিলিত ভাবে দু'আ আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। যদি ইমাম এমনটা না করে তবে সে বিশ্বাস ভঙ্গকারী প্রমাণিত হবে।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوْعًا ..... اَلدَّاعِیَ وَ الْمُؤَمِّنُ شَرِیْکَانِ فِیْ الْاَجْرِ وَ الْقَارِی وَ الْمُسْتَمِعُ فِیْ الْاَجْرِ شَرِیْکَانِ

অর্থাৎ :- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদীআল্লাহু আনহু হতে মারফূয় বর্ণিত হয়েছে, দু'আকারী ও আমীন বলনে ওয়ালা সমান নেকির অধিকারী হবে। কুরআন তেলাওয়াত কারী ও শ্রোতা সমান নেকির হকদার হবে।

{মুসনাদ দাইলামী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২২৫}

উক্ত হাদিস শরীফে সম্মিলিত দু'আ করার প্রতি স্পষ্ট ভাবে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আর বলা হয়েছে যে, দু'আ কারীর দু'আয় যদি কেউ আমীন বলে তাহলে নেকি শুধু দু'আ কারী পাবেনা, বরং আমীন বলনে ওয়ালাও তার নেকিতে সমান ভাবে অংশিদার হবে। সুতরাং ফরজ নামাজের পর ইমামের দু'আয় মুক্তাদিগণের আমীন বলা ক্ষতিকারক নয় বরং মুস্তাহাব ও লাভ জনক প্রমাণিত হল।

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اُعْطِيْتُ

آمِيْنَ فِیْ الصَّلٰوةِ وَ عِنْدَ الدُّعَاءِ لَمْ يُعْطَ اَحَدٌ قَبْلِیْ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ مُوْسٰى كَانَ مُوْسٰى يَدْعُوْ وَ هَارُوْنَ يُؤَمِّنُ فَاخْتَمُوْا الدُّعَاءَ بِآمِيْنِ فَاِنَّ اللّٰهَ يَسْتَجِيْبُهُ لَكُمْ

অর্থাৎ :- হযরত আনাস রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম বলেন, আমাকে "আমীন" প্রদান করা হয়েছে নামাজের মধ্যে ও দু'আর সময়। আমার পূর্বে কাউকে তা প্রদান করা হয়নি। শুধু মুসা আলাইহিস সালাম। কারণ, তিনি যখন দু'আ করতেন হারুন আলাইহিস সালাম আমীন বলতেন। সুতরাং তোমরা দু'আকে সমাপ্ত করো আমীন দ্বারা। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সেই দু'আকে গ্রহণ করবেন।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اُعْطِيْتُ ثَلَاثُ خِصَالٍ صَلَاةٌ فِیْ الصُّفُوْفِ وَ اُعْطِيْتُ السَّلَامُ وَ هُوَ تَحِيَّةُ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَ اُعْطِيْتُ آمِيْنِ وَ لَمْ يُعْطَهَا اَحَدٌمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى اَعْطَاهَا هَارُوْنَ فَاِنَّ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَدْعُوْ وَ يُؤَمِّنُ هَارُوْنُ

অর্থাৎ :- হযরত আনাস রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, আমাকে তিনটি জিনিস প্রদান করা হয়েছে, ১) কাতার (লাইনে নামাজ আদায় করা), ২) এক অপরকে সালাম করা যা জান্নাতীদের বৈশিষ্ট্য, ৩) আর আমাকে প্রদান করা হয়েছে আমীন, যা তোমাদের পূর্বে কাউকে প্রদান করা

হয়নি। শুধু পূর্বে আল্লাহ তা'আলা হারুন আলাইহিস সালামকে "আমীন" প্রদান করেছিলেন। ফলে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম দু'আ করতেন আর হারুন আলাইহিস সালাম আমীন বলতেন।

{আল-মাতালিবুল আলীয়া, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৭৭,, সহিহ্ ইবনে খুযাইমাহ্, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৩৯,, কানযুল উম্মাল, হাদিস নং ২০৫৮৫,, মিরকাত শারহে মিশকাত, ৯বম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৩৬৭৫,, মুসনাদুল হারিস, হাদিস নং ১৭২}

উপরোক্ত হাদিসদ্বয় হতে প্রতীয়মান হয়, আল্লাহ তা'আলা সম্মিলিত দুআকে বেশি গ্রহণ করেন। সম্মিলিত দুআ নবী করীম আলাইহিস সালাম ও তার উম্মতকে বিশেষ ভাবে প্রদান করা হয়েছে। সম্মিলিত দু'আর মধ্যে বিশেষ ফজিলত বিদ্যমান।

عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَلْمَةَ الْفَهْرِى ..... قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يَجْتَمِعُ مَلَاءٌ فَيَدْعُوْ بَعْضُهُمْ وَ يُؤَمِّنُ الْبَعْضُ اِلَّا اَجَابَهُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ :- হযরত হাবীব বিন মাসলামাহ্ ফাহরী কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম আলাইহিস সালামকে বলতে শুনেছি, যখনি কোন দল একত্রিত হয়, অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ দুআ করে আর কেউ আমীন বলে তখন আল্লাহ তা'আলা তা অবশ্যই গ্রহণ করেন। *হাদিসটি সহিহ্ সনদে বর্ণিত।

{মুস্তাদরাক আলাস সহিহাইন, ৩য় খন্ড,, পৃষ্ঠা নং ৩৯০, হাদিস নং ৫৪৭৮,, ইত্তেহাফুল মেহরা লি আসকালানী, হাদিস নং ৪১৩৪,, ফাতহুল বারী, ১১তম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২০০,, আল-খাসাইসুল কাবরা, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৪৯৮,, ইরশাদুস সারী শারহে বুখারী, ৯বম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২২৬,, কানযুল উম্মাল, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১০৭, হাদিস নং ৩৩৬৭}

عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَلْمَةَ الْفَهْرِى وَ كَانَ مُسْتَجَابًا اَنَّهُ اُمِّرَ عَلٰى

جَيْشٍ فَدَرَبَ الدُّرُوْبَ فَلَمَّا لَقِىَ الْعَدُوَ وَ قَالَ لِلنَّاسِ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يَجْتَمِعُ مَلَاءٌ فَيَدْعُوْ بَعْضُهُمْ وَ يُؤَمِّنُ سَائِرُهُمْ اِلَّا اَجَابَهُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ :- হযরত হাবীব বিন মাসলামাহ্ রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি মুস্তাজাবুদ দু'আ (যার দু'আ আল্লাহর নিকট বেশি গ্রহণ হয়) ছিলেন। তাকে একদা বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করা হয়। যুদ্ধের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের পর তিনি যখন শত্রুর সম্মুখিন হলেন, তখন লোকদের বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যখনি কোন দল একত্র হয়, তারপর তাদের মধ্যে কোন একজন দুআ করে আর বাকি সমস্ত ব্যক্তিরা তার দু'আয় আমীন বলে তখন আল্লাহ তা'আলা তা অবশ্যই কবুল করে নেন। *হাদিসটি সহিহ্ সনদে বর্ণিত।

{মুজামে কাবীর তাবরানী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২১, হাদিস নং ৩৫৩৬,, মাজমাউজজাওয়াইদ, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৭০, হাদিস নং ১৭৩৪৭}

উপরোক্ত হাদিসদ্বয় হতেও স্পষ্টভাবে সম্মিলিত দু'আর ফজিলত ও গুরুত্ব প্রতীয়মান হল। সুতরাং নামাজের শেষে ইমাম ও মুক্তাদিগণ উভয় মিলে সম্মিলিত ভাবে দু'আ করা বিদ-আত নয় বরং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

عَنْ سَلْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا رَفَعَ قَوْمٌ اَكُفَّهُمْ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَسْأَلُوْنَهُ شَيْئًا اِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يَّضَعَ فِىْ اَيْدِيْهِمِ الَّذِىْ سَأَلُوْا

অর্থাৎ :- হযরত সালমান রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, যখন কোন

জামায়াত (কিছু মানুষের সমষ্ঠি) তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করার আশায় আল্লাহ তা'আলার নিকট হাত তুলে দু'আ করে তখন আল্লাহর উপর হক হয়ে যায় প্রার্থিত বিষয় উক্ত জামাতের হাতে প্রদান করা। *হাদিসটি মজবুত সনদে বর্ণিত।

{আল-মুজামুল কাবীর তাবরানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২৫৪, হাদিস নং ৬১৪২,, আত-তারগীব ফি ফাযাঈলে আমাল, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৫৩, হাদিস নং ১৪৪,, মাজমাউজ জাওয়াইদ, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৬৯, হাদিস নং ১৭৩৪১,, তাফসীরে দুর্রুল মানসুর, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৪৭১,, ফাদ্দুল ওয়ায়েজিন ফি আহাদীসে রাফয়িল ইযাদাইন বিদ-দু'আ, হাদিস নং ২৩,, কানযুল উম্মাল, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৬৬, হাদিস নং ৩১৪৫}

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنَ الْبَيْتِ اِلَى الْمَسْجِدِ وَ قَوْمٌ فِيْ الْمَسْجِدِ رَافِعِيْ اَيْدِيْهِمْ يَدْعُوْنَ اللّٰهَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَلْ تَرَ مَا اَرٰى بِاَيْدِى الْقَوْمِ؟ فَقُلْتُ مَا تَرٰى فِيْ اَيْدِيْهِمْ؟ فَقَالَ نُوْرٌ قُلْتُ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يُّرِيَنِيْهِ قَالَ فَدَعَا فَرَأَيْتُهُ فَقَالَ يَا اَنَسُ اسْتَعْجَلْ بِنَا حَتّٰى نُشْرِكَ الْقَوْمَ فَاسْرَعْتُ مَعَ نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَرَفَعْنَا اَيْدِيْنَا

অর্থাৎ :- হযরত আনাস রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম আলাইহিস সালামের সহিত বাড়ি থেকে মসজিদের দিকে রেব হলাম। (লক্ষ করলাম) একদল মানুষ মসজিদে বসে দুহাত তুলে আল্লাহর নিকট দু'আয় রত আছেন। নবী করীম

আলাইহিস সালাম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি তাদের হাতে তা দেখতে পাচ্ছো যা আমি দেখতে পাচ্ছি? আরজ করলাম, হুযুর আপনি তাদের হাতে কি দেখতে পাচ্ছেন? তিনি বললেন, আমি তাদের হাতে নূর দেখতে পাচ্ছি। আরজ করলাম, আপনি আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন যাহাতে আমিও সেই নূর দেখতে পাই। তিনি দু'আ করলেন এবং আমি সেই নূর দেখতে পেলাম। অতঃপর তিনি বললেন, হে আনাস! তাড়াতাড়ি চলো যাহাতে তাদের দু'আয় আমরাও শামিল হতে পারি। অতএব আমি নবী করীম আলাইহিস সালামের সহিত দ্রুত চলতে লাগলাম এবং আমরাও তাদের সহিত হাত তুলে দু'আ করতে লাগলাম।

{আত-তারীখুল কাবীর লি বুখারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২০২,, দালাঈলুন নাবুওয়াহ্ বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৯৭}

প্রিয় মুসলিম সমাজ! দলীল নং ১৯, ২০, ও ২১ হতে স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, মুসলমানদের সম্মিলিত ও দলবদ্ধ ভাবে দু'আ অর্থাৎ হাত তুলে কোন একজনের দু'আ ও সমস্ত ব্যক্তিদের আমীন বলা আল্লাহর নিকট অতি প্রিয় ও খুব গ্রহণযোগ্য একটি ইবাদাত। সম্মিলিত দু'আর প্রতি সর্বদা নবী করীম আলাইহিস সালাম উৎসাহ প্রদান করেছেন।

সেই সমস্ত হাদিস শরীফে কোন স্থান বা সময়ের উল্লেখ নেই যার অর্থ হল, শরীয়তের তরফ হতে বাধা ও নিষেধাজ্ঞা না আসা পর্যন্ত যে কোন স্থান ও সময়ে একত্রিত ও সম্মিলিত হয়ে কোন দল যদি দু'আ করে তবে আল্লাহ তা'আলার নিকট অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে। নবী করীম আলাইহিস সালাম উল্লেখিত হাদিস সমূহে কোন স্থান ও সময়ের দু'আর ফজিলত ব্যাক্ত করেন নি, বরং স্বাধীন ভাবে ইসলামের একটি সূত্র প্রদান করেছেন, যা সমস্ত স্থান ও সময়ে প্রয়োগ করা বৈধই হবে। এবং দলীল নং ২২ -এ সংকলিত হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, সম্মিলিত হাত তুলে দু'আর ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের হাতে নূর প্রদান করেন। উক্ত হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে হযরত আনাস ও নবী করীম আলাইহিস সালাম সেই দলটিকে হাত তুলে একত্রিত ভাবে দু'আ করতে প্রত্যক্ষ

করেছিলেন যারা মসজিদে দু'আয় রত ছিলেন। একত্রিত ভাবে হাত তুলে দু'আয় অংশগ্রহণ নবী করীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর প্রিয় সাহাবাগণের সুন্নাত। অতএব একত্রে হাত তুলে দু'আর সময় দু'আয় অংশগ্রহণ না করে পালিয়ে যাওয়া অবশ্যই বিদ-আত প্রমাণিত হবে।

প্রিয় পাঠক! আলোচ্য অধ্যায়ে সংকলিত সমস্ত হাদিস থেকে সম্মিলিত দু'আর (অর্থাৎ একজন ব্যক্তির দু'আ করা ও বাকী সমস্ত ব্যক্তিদের আমীন বলার) বৈধতা, ফজিলত ও গুরুত্ব প্রমাণিত হয়। তাহলে কোন দলীলের ভিত্তিতে সম্মিলিত দু'আকে আজ বিদ-আত বলে আখ্যায়িত করা হয়? ইসলামের অকাট্য দলীল দ্বারা যখন সম্মিলিত দু'আ প্রমাণিত তখন তাকে বিদ-আত ও না-জায়েয বলা অবশ্যই মুর্খ বা পথভ্রষ্ট ব্যক্তিদের কাজ হবে। যদি কোন ব্যক্তি বলে এগুলো হাদিস দ্বারা সম্মিলিত দুআর ফজিলত প্রমাণিত হয় কিন্তু নামাজের পরে সম্মিলিত দু'আর ফজিলত প্রমাণিত হয় না। তাহলে তাকে জিজ্ঞাসা করুন এ সমস্ত হাদিস সমূহে তো কোন বিশেষ সময় ও স্থানের উল্লেখ নেই, তাহলে এগুলি হাদিস আমরা কোথায় কোথায় প্রয়োগ করতে পারি এবং তার দলীল কি? এ সমস্ত হাদিসে সূত্র দেওয়া হয়েছে কি না? নবী করীম আলাইহিস সালাম কোন স্থান ও সময়ের সম্মিলিত দুআর ফজিলত উক্ত হাদিস সমূহে বর্ণনা করেছেন ও তার দলীল কি? তারা মরা পর্যন্ত আপনার উপরোক্ত জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না।

প্রিয় মুসলিম সমাজ! পূর্বে আমি অসংখ্য হাদিস দ্বারা প্রমাণ করেছি যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম ও তার সাহাবা কেরামগণ প্রত্যেক ফরজ নামাজে সালাম ফিরানোর পর দু'আ করতেন, এবং নবী করীম আলাইহিস সালাম সেই দু'আয় নিজের হাত মুবারক উত্তোলন করতেন, যা থেকে স্পষ্ট ভাবেই প্রতীয়মান হয়েছে যে, ফরজ নামাজ পরে হাত তুলে দু'আ করা প্রিয় নবীজির সুন্নাতে আমালী। অতঃপর নবী করীম আলাইহিস সালামের বহু হাদিস দ্বারা সম্মিলিত হাত তুলে দু'আর বৈধতা ও ফজিলত প্রমাণ করলাম। সুতরাং ফরজ নামাজের পর সম্মিলিত ভাবে

হাত তুলে দু'আ করা হবে নবী করীম আলাইহিস সালামের আমালী ও কাওলী সুন্নাত। কারণ তিনি নিজেও সম্মিলিত হাত তুলে দু'আয় অংশগ্রহণ করেছেন ও হাত তুলে সম্মিলিত দু'আর প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন।

এর পরেও যদি কোন ব্যক্তি বলে ফরজ নামাজের পরে হাত তুলে সম্মিলিত দু'আ করা না-জায়েয, তাহলে তাকে না-জায়ের হওয়ার অর্থাৎ ফরজ নামাজ শেষে হাত তুলে দু'আ না-জায়েয হওয়ার উপর দলীল দিতে বলুন। যদি কেউ দিতে পারে তাকে আমার কাছে নিয়ে আসুন, আমি তাকে পুরস্কৃত করবো। দেখবেন কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত তারা কোন দলীল উপস্থাপন করতে সক্ষম হবে না। আর যদি বলে, আমরা ফরজ নামাজের শেষে সম্মিলিত দু'আর কোন দলীল পাইনি তাই এটি বিদ-আত তাহলে তাদের বলুন, আপনাদের না পাওয়াটা শরীয়তের দলীল? আপনাদের বা আপনার না পাওয়ার অর্থ বিদ-আত এর দলীল কোথায়? আপনার জ্ঞান কি নবী করীম আলাইহিস সালামের গোটা জীবনকে পরিবেষ্ঠন করে আছে? আপনি কি নবী করীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর সমস্ত প্রিয় সাহাবা ও তাবেয়ীনগণের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ও কর্মকে জেনে নিয়েছেন? যদি তার উত্তর "না" হয় তাহলে তাদের বলুন এর পরেও কিসের ভিত্তিতে আপনাদের অজ্ঞতা শরীয়তের দলীল হয়ে গেল?

প্রিয় পাঠক! বিদ-আত বলা হয়, শরীয়তে এমন কিছু নতুন জিনিস চালু করা যা নবী করীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর প্রিয় সাহাবাগণের যুগে ছিলোনা, এবং যা দ্বারা কোন সুন্নাত বিলুপ্ত হয় বা যা কোন সুন্নাতের বিরোধীতা করে। আর ফরজ নামাজের পর হাত তুলে দু'আ ও সম্মিলিত দু'আ কোন সুন্নাতের বিরোধীতা করে না, বরং নবী করীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর প্রিয় সাহাবাগণের সুন্নাতকে প্রচার, প্রসার ও জীবিত করে। যা পূর্বে সংকলিত দলীল সমূহ হতে স্পষ্ট ভাবে আপনারা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। সুতরাং ফরজ নামাজের পর সম্মিলিত দু'আকে কি

ভাবে বিদ-আত বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে? নবী করীম আলাইহিস সালামের পর তাঁর প্রিয় সাহাবা ও তাবেয়ীনগণ এই দু'আ করেছেন। যেমন-

আল্লামা ইবনে কাসীর তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ "আল-বেদায়া ওয়ান নিহায়া" -এ সনদসহ লম্বা একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন যার সারমর্ম হল-

হযরত আলাআ বিন হাযরামী একজন বিশিষ্ট ও মুস্তাজাবুদ দু'আ সাহাবি ছিলেন। একদা বাহ্‌রাইনের কোন এক জিহাদ থেকে ফেরার পথে এক স্থানে যাত্রা বিরতি করলে খাবার ও তাবুর রসদসহ উটগুলো পালিয়ে যায়। তখন গভীর রাত। সবাই পেরেশান। ফজরের সময় হয়ে গেলে আযান দেওয়া হয়। সবাই নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষ করে আলাআ বিন হাযরামী রাদীআল্লাহু আনহু সহ সবাই হাত তুলে সূর্য উদিত হওয়া ও সূর্যের কিরণ গায়ে লাগা পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে দুআ করতে থাকেন। হাদিসটি আরবী ভাষায় নিম্নরূপ লিপিবদ্ধ হয়েছে-

وَ قَدْ كَانَ الْعَلَاءُ مِنْ سَادَاتِ الصَّحَابَةِ الْعُلَمَاءِ الْعِبَادِ مُجَابَى الدَّعْوَةِ اِتَّفَقَ لَهُ فِيْ هٰذِهِ الْغَزْوَةِ اَنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلًا فَلَمْ يَسْتَقِرّ النَّاسُ عَلَى الْاَرْضِ حَتّٰى نَفَرَتِ الْاِبِلُ بِهَا عَلَيْهَا مِنْ زَادِ الْجَيْشِ وَ خِيَامِهِمْ وَ شَرَابِهِمْ وَ بِقَوْلِ عَلَى الْاَرْضِ لَيْسَ مَعَهُمْ شَيٌّ سِوٰى ثِيَابِهِمْ وَ ذَالِكَ لَيْلًا وَ لَمْ يَقْدِرُوْا مِنْهَا عَلٰى بَعِيْرٍ وَاحِدٍ فَرَكَبَ النَّاسُ مِنَ الْهَمّ وَ الْغَمّ مَالَا يُحَدُّ وَ لَا يُوْصَفُ وَ جَعَلَ بَعْضُهُمْ يُوْحِي اِلٰى بَعْضٍ فَنَادٰى مُنَادِى الْعَلَاءِ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ اِلَيْهِ فَقَالَ

اَيُّهَا النَّاسُ اَلَسْتُمُ الْمُسْلِمِيْنَ؟ اَلَسْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ؟ اَلَسْتُمْ اَنْصَارَ اللّٰهِ؟ قَالُوْا بَلٰى قَالَ فَابْشِرُوْا فَوَاللّٰهِ لَا يَخْذُلُ اللّٰهُ مَنْ كَانَ فِيْ مِثْلِ حَالِكُمْ وَ نُوْدِيَ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ جَثَّا عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَ جَثَّا النَّاسُ وَ نَصَبَ فِيْ الدُّعَاءِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَ فَعَلَ النَّاسُ مِثْلَهُ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ جَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُوْنَ اِلٰى سَرَابِ الشَّمْسِ يَلْمَعُ مَرَّةً بَعْدَ اُخْرٰى وَ هُوَ يَجْتَهِدُ فِيْ الدُّعَاءِ

{আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৩২৮}

উপরোক্ত হাদিসে অসংখ্য সাহাবা কেরামের ফজরের ফরজ নামাজের সালাম ফিরানোর পর একসঙ্গে দলবদ্ধ ভাবে হাত তুলে অনেক্ষন ধরে দু'আ করলেন, এবং তন্মধ্যে কেউ উক্ত কর্মকে বিদ-আত বলে আখ্যায়িত করে দু'আ ছেড়ে দেন নি। অথচ তারা আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশি নবী করীম আলাইহিস সালামের হাদিস ও আল্লাহ তা'আলার কালাম কুরআনুল মাজীদকে বুঝতেন ও তা বাস্তবায়ন করতেন।

مَولايَ صَلِّ وسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

دَعَا إِلَى اللهِ فَالْمُسْتَمْسِكُونَ بِهِ
مُسْتَمْسِكُونَ بِحَبْلٍ غَيْرِ مُنْفَصَمِ

ثُمَّ الرِّضَا عَنْ أَبِي بَكَرٍ وَّعَنْ عُمَرَ
وَعَنْ عَلِيٍّ وَّعَنْ عُثْمَانَ ذِي الْكَرَمِ

يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفىٰ بَلِّغْ مَقَاصِدُنَا
وَاغْفِرْ لَّنَا مَا مَضىٰ يَا وَاسِعَ الْكَرَمِ

مَولايَ صَلِّ وسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ